গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ. ১ম সংখ্যা
কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৮

নিবেদন
আমাদের কথা
প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার
গ্রন্থাগার ও সাময়িক পত্র
লাইব্রেরী (কবিতা)
কথাসাহিত্যের গতি
আমেরিকায়
লাইব্রেরী-আন্দোলনের গতি
শিশুসাহিত্যের আসর
বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

শ্রীনিবারণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি মহোদয়ের

অক্লান্ত গবেষণা প্রসূত

বনিয়াদী শিক্ষা

দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল

শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা বিধান করিয়া তাহাকে
জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

● উৎপত্তি-কাহিনী ● উদ্দেশ্য ● আদর্শ ● পাঠ্যতালিকা
সমালোচনা প্রভৃতি

অমৃতবাজার বলেন :—

With a mind free from bias, he offers a course of study which will be acceptable to our educationists.

বসুমতী বলেন :—বাংলা ভাষায় বনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই পুস্তক লিখিয়া (গ্রন্থকার) বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করিয়াছেন।

যুগান্তর বলেন :—শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানোই যে বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য লেখক তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন।

'বনিয়াদী শিক্ষা' সম্বন্ধে বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় বলেন—

বিষয় বস্তুর সমাবেশ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা···বনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত রূপ সহজ-ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা বাংলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম।

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই গ্রন্থ
অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ
মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাংলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, বর্ণওলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

P 29477

গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

158.3
গ্রে৪।১৫
৫৮১
W-৩
চা:-চৌ:
৭৩৫৮

সম্পাদক
শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সহ সম্পাদক
মনোজ নিয়োগী
কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

১। গ্রন্থাগার ত্রৈমাসিক পত্র। বৎসরে চারিবার—কার্তিক, মাঘ, বৈশাখ ও আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। কার্তিক হইতে বর্ষগণনা হয়।

২। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান সভ্যগণ পত্রিকা বিনা মূল্যে পাইবেন।

৩। সমালোচনার জন্য পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর নামে 'সুরধাম', বসুনগর, পোঃ মধ্যমগ্রাম জেলা ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

৪। পত্রে ও মণি অর্ডার কুপনে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সকল সময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের হার ও পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ এই ঠিকানা হইতে জানা যাইবে এবং পত্রিকাসম্পর্কিত টাকাকড়িও প্রকাশকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (Bengal Library Association) সভ্য হইবার নিয়মাবলী ও আবেদন পত্র পরিষদের সম্পাদক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ বিল্ডিং, কলিকাতা—৭ এই ঠিকানা হইতে পাওয়া যাইবে।

'গ্রন্থাগার' কার্যালয়
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সচিব ও
সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ব্যাঙ্কিং-এর ছাত্র, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ও সাধারণ পাঠকের উপযোগী

—সহজ বাংলায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ—

ব্যাঙ্কের কথা

গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ইকন-এস,

এ-আই-বি (লণ্ডন) প্রণীত

বিভিন্ন মন্তব্য—

আনন্দবাজার পত্রিকা : এই ধরণের পুস্তক বাংলা-ভাষায় একান্ত বিরল। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভে পুস্তকটি ছাত্র তথা ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের বিশেষ সাহায্য করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

দৈনিক বসুমতী : পুস্তকখানিতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের অগ্রগতি, ব্যাঙ্কের গঠনপদ্ধতি, ব্যাঙ্কের বিভিন্ন হিসাব ও চেক সম্বন্ধে আইনকানুন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

যুগান্তর : ভারতে ও বাংলায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এই ব্যবসায়ের মূলনীতি, সাধারণ নিয়মাবলী, গঠনপদ্ধতি, লেন-দেনের প্রণালী সম্পর্কে তিনি (গ্রন্থকার) সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, কমার্স ক্লাসের ছাত্র প্রভৃতির মধ্যে ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী : সহজ ভাষায় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য, সকল কথাই লেখক বেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সাধারণ বাঙালী পাঠক, ব্যবসায়ী ও ছাত্র, সকলেরই এই বইখানি উপকারে আসিবে।

This important book should be studied carefully by every one···In simple Bengali, in different chapters, the author explains the details of the various operations of the various types of Banks now doing business in India.—*Amrita Bazar Patrika.*

This is a timely publication on modern banking containing all useful information on the subject. We have no doubt that the book will have a wide circulation among the bank assistants, commerce students and the public in general.—*The Calcutta Municipal Gazette.*

ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, কমার্সের শিক্ষক ও ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

নিবেদন

নীহাররঞ্জন রায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি নিয়মিত মুখপত্রের প্রয়োজন আমরা বহুদিন অনুভব করে আসছি; প্রায় পনেরো বছর আগে থেকে এ সম্বন্ধে চেষ্টাও সুরু হয়েছিল। অর্থসামর্থ্যের অভাবে বহুদিন এ ইচ্ছাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি, এবং তার পরেও যখন আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বুলেটিন প্রথম বা'র করলাম, তখনো আমাদের যথোচিত পরিমাণ বিত্তসামর্থ্য ছিল এমন নয়, বরং অর্থাভাব লেগেই ছিল। তবে উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব ছিল না, এবং বোধ হয় কেবল মাত্র তার জোরেই, যত অনিয়মিত ভাবেই হোক, কিছুদিন আমরা বুলেটিন বা'র করতে পেরেছিলাম; সব সুদ্ধ নয়-দশ সংখ্যা আমাদের সহকর্মীদের ও জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। একথা সত্য, এই বুলেটিনটিকে যে-রূপ দেবার ইচ্ছা আমাদের মনে ছিল, নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি; অর্থাভাব তো লেগেই ছিল, কিন্তু ভালো রচনার অভাবও কম ছিল না।

বুলেটিন বা'র করা ছাড়া সাময়িক মুখপত্রের দিক থেকে গ্রন্থাগার পরিষদ অন্যদিকেও সুযোগ অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। প্রায় বারো বছর আগে বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে পাঠাগার নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হয়। এই আয়োজনে আমাদের পরিষদ ছিল প্রধান সহায়ক। শুধু অর্থ-সাহায্যের দ্বারা নয়, যোগ্য রচনা সংগ্রহ এবং সংগঠনের দিক থেকেও পরিষদের সাহায্যক্রমেই বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউটের পক্ষে "পাঠাগার" পাক্ষিক পত্রিকা কিছুদিন চালানো সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তার পরে একাধিক কারণে বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট "পাঠাগার" প্রকাশে বিরত হন।

এর পরেও কোন কোন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উদ্যোগী হয়ে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশে সচেষ্ট হ'ন। এই সব প্রচেষ্টার সর্বদাই পরিষদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতা ছিল। কিন্তু তা-সত্ত্বেও সংগঠন এবং অর্থাভাব এই উভয় দিকের দুর্বলতার দরুণ কোন চেষ্টাই সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু, ব্যর্থতার ইতিহাস বলে লাভ নেই। পরিষদের একটি মুখপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন, এ আমাদের বহুদিনের সাধ এবং এ সাধকে সাধ্য করতেই হবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে নানা দিক থেকে নানা চেষ্টা কিছুদিন যাবৎ আমরা করে আসছিলাম। পরিষদের হিতৈষী

বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন এবং তাঁদেরই সৌজন্যে ও উদ্যোগে পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার"-এর এই প্রথম সংখ্যা আমাদের সহকর্মী ও দেশবাসীর হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সুরেশবাবু এবং পরিষদের কর্মসমিতি এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, দু'চার দশজনের চেষ্টা ও উৎসাহে কোন উদ্যোগকেই খুব বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কিংবা পরিপূর্ণ সার্থকতাও দেওয়া যায় না। পরিষদের সকল কর্মী যদি এই মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নয়, পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট না হন, তাহলে শুধু পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মপরিষদের উদ্যোগে তা, কখনো সম্ভব হবে না। আমার একান্ত আশা ও অনুরোধ, পরিষদের যাঁরা কর্মী, বিশেষ ভাবে যাঁরা বৃত্তি হিসাবে বা সেবা হিসাবে যা উভয়ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন-কর্মে লিপ্ত, তাঁরা সকলে নিজ নিজ সমস্যা, অভিজ্ঞতা, নানা রকমের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হোন, এবং তা' বাংলা অথবা ইংরেজী যে কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করে, পরিষদের মুখপত্রে প্রকাশের আয়োজন করুন। আমি আগেই বলেছি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, বস্তুসম্পর্কনিষ্ঠ রচনার অভাবও আমাদের অতীত প্রচেষ্টাকে সার্থক হ'তে দেয়নি'। এ অভিযোগ বর্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যেন প্রযোজ্য না হয়। গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় যে সব সমস্যা, সমাধান, ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বিদেশী পুঁথি ও পত্রিকায় পাওয়া যায়, তার চর্বিতচর্বণ করে লাভ নেই। আমাদের সমস্যা, আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমস্তই আমাদের দেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠুক, দেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটেই গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা পুষ্টি লাভ করুক, এই আমার একান্ত কামনা। "গ্রন্থাগার" পত্রিকা সেই আলোচনার মধ্যমণি হোক্।

আমাদের কথা

শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সহিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রগতি যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, সর্বদেশ এবং সর্বযুগের সভ্যতা ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই স্বীকৃত হইবে। ইতিহাসের এই নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের দেশেও হয় নাই। কাজেই আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রগতির আধুনিক রূপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্পন্দন যে এখানেও অনুভূত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন যে অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিয়া গ্রন্থাগারকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিতে হইলে, উপযুক্ত গ্রন্থাগার সংঘের প্রয়োজন। সংঘের এই প্রয়োজনের তাগিদ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের। গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যে সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার-পরিষদের মধ্যে সংযোগ সাধনের নিমিত্ত এবং গ্রন্থাগার, গ্রন্থপঞ্জী ও আনুষঙ্গিক সর্ববিষয়ে এদেশ ও বিদেশের চিন্তা ও কর্মধারার বার্তা জনসাধারণের সমীপে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একান্ত ভাবে নিয়োজিত পরিষদের নিজস্ব এক মাধ্যমের বিশেষ প্রয়োজন। মাধ্যমের এই প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগারে'র আবির্ভাব। তাহার জন্মদিনে 'গ্রন্থাগার' আজ সকলের অকুণ্ঠ শুভ কামনা যাচ্ঞা করিতেছে।

• • • •

এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কার্যে 'গ্রন্থাগার'কে সাহায্য করিবার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ও সহানুভূতিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। তাঁহারা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশযোগ্য বার্তা, রচনা ও আলোচনাদি সংক্ষেপে পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া, সম্পাদকের নামে, সুরধাম, বসুনগর, মধ্যম গ্রাম পোঃ, জেলা ২৪ পরগণা—ঠিকানায় পাঠাইয়া এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন।

• • • •

ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সর্বত্রই বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। যাহাতে পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব আছে তাহা আমাদের বর্জনীয়, এ ধারণা পোষণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অন্য দেশের যাহা কিছু ভাল তাহা এদেশের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য হইলে তাহাকে গ্রহণ করার মধ্যেই সংস্কারমুক্ত প্রগতিমূলক মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মনোভাব কার্যে রূপায়িত হইলে দেশে প্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। আধুনিক জগতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিলে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে। এ পথে অগ্রসর হইতে হইলে

দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনার বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রচলন বাঞ্ছনীয় এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য দেশীয় ভাষায় ঐ বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। বাংলা-ভাষায় গ্রন্থাগারসংক্রান্ত আলোচনার এবং কাজের সুবিধার নিমিত্ত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সদাসর্বদা ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ পরিভাষার বাংলা তর্জমা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকেরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সহযোগিতা সহকারে ঐ প্রকার পরিভাষার বাংলা তর্জমা প্রণয়ন করিতে অগ্রসর হইলে এদেশে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার-কার্যে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় ভাবে কিছু সচেতন হইয়াছেন। তাঁহারা বেতারে নির্বাচিত গ্রন্থাগারকে ৭৬ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দিবার আয়োজন করিয়াছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় প্রস্তাবিত সরকারী ব্যবস্থা নগণ্য হইলেও বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের বহু-প্রচেষ্টার পর গ্রন্থাগার সম্পর্কে এত দিনে রাজ্যসরকারের আগ্রহশীল সক্রিয় নীতি গ্রহণের সূচনা হিসাবে ইহার মূল্য আছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সরকারের এই নব নীতি গ্রহণের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যসরকারের কার্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। অথচ মাদ্রাজ রাজ্যে ইতিপূর্বেই গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বোম্বাই রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সমগ্র বোম্বাই রাজ্যে গ্রন্থাগারের সুন্দর ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাগার সম্পর্কে এপর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় নাই।

• • •

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনাদির সন্ধান পাইবার কোন ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে অনেক মূল্যবান রচনার অস্তিত্বের কথা লোকের গোচরেই আসে না। সাময়িক পত্রের রচনার সন্ধান পাইবার ব্যবস্থার এই অভাব দূর করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রের রচনা-সূচী 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। ১৩৫৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার রচনাবলীর একটি লেখক-সূচী ও বিষয়-সূচী 'গ্রন্থাগারে', প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে উপস্থিত তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত।

প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

আজ দেশে পুস্তকাগার আন্দোলন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং আমাদের দেশের প্রাচীন কালের পুস্তকাগার সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই সকলের হৃদয়ে জাগ্রত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমাদের দেশের সভ্যতা যদিও অতি প্রাচীন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেকার ঐতিহ্য আমাদেরই কেবল আছে, তা' হলেও পুস্তকাগার সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আমাদের জানা নাই। তার একটী বিশেষ কারণ এই—আমাদের শ্রুতি ও স্মৃতি—যা' আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূল স্তম্ভ—মুখে মুখেই চলতো, লেখার পদ্ধতি তখন ছিল না। তার পর মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পরে গ্রন্থ সংগ্রহ যতটা সহজ হয়েছে, তৎপূর্ব্বে তা ও ছিল না। এই সব কারণে খুব প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার বিষয়ক সংবাদ সহজলভ্য হতে পারে না।

আগেকার দিনের এক একজন গুরু দশ সহস্র ছাত্রের গ্রাসাচ্ছাদন ও পাঠের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে "কুলপতি" হতেন।* সুতরাং এটী বলা বাহুল্য যে ঐ সব বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বৃহত্তর আশ্রম-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিশ্চয় হস্ত-লিখিত পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। অন্যদিকে এও সত্য যে এক একজন গুরু চলন্ত গ্রন্থাগারের সদৃশ ছিলেন! তাঁরা ছিলেন শ্রুতিধর—পুরুষানুক্রমে বিদ্যার আকর ছিলেন তাঁরা। কালক্রমে যখন লিপির প্রচলন হলো, তখন হস্ত-লিখিত পুঁথি যে তাঁদের অতি প্রিয় ছিল এবং অগণিত হস্ত-লিখিত পুঁথি তাঁরা স্বকীয় আশ্রম বিদ্যালয়সমূহে সংরক্ষণ করতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এ পুঁথি লিপিও সৎপাত্রে দান আমাদের দেশে ধর্ম্মকর্ম্মের অন্যতম ছিল। একদিকে গুরুদেবেরা যেমন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তেমনি যাঁরা হস্তলিখিত গ্রন্থাদি দান করতেন—তাঁরাও অশেষ যশোভাজন হতেন এবং পুণ্যার্জ্জনের খ্যাতি লাভ করতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার অপরার্ক নন্দীপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করে বলছেন যে (১, ২ ১২) শুভ কর্ম্মোপলক্ষ্যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ যত্ন সহকারে প্রদান করা উচিত। এরূপে যাঁরা পুরাণগ্রন্থ প্রদান করেন, তাঁরা অনন্ত ফলভাগী হন এবং শুভোদয় কামপূর্ণ লোকে গমন করেন; বেদাঙ্গাদি বিদ্যাসমন্বিত গ্রন্থ যাঁরা দান করেন, তাঁরা আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না :—

"শাস্ত্রে যস্মাৎ জগৎ সর্বং সংশ্রিতং চ শুভাশুভম্।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রযত্নেন দাতব্যং শুভকর্ম্মণা॥

---

* "মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানেন পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ অসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

লোকান্ সর্বান্ কামপূর্ণান্ যাস্তি সর্বগুভোদয়ান্।
পুরাণবিদ্যাদাতারস্তনন্তফলভাগিনঃ॥
আত্মবিদ্যাপ্রদাতারো নরা ধর্মসমাশ্রয়াঃ।
ন পুনর্যোনিনিলয়ং প্রবিশন্তি হুতাশনম্॥"

এখনও শ্রাদ্ধাদি শুভ কর্মে গীতাদান, চণ্ডীদান অত্যন্ত পুণ্যাবহ বলে স্বীকৃত হয়। এবং বলা বাহুল্য, লিপি যখন সুলভ ছিল না, তখন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রদান অশেষ পুণ্য-কাজ বলে স্বীকৃত হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্য, বিশেষতঃ, গ্রন্থাগারসমূহ থেকে গ্রন্থ নকল করে নেওয়ার জন্য প্রাচীন কালে চীন, কোরিয়া, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি সুদূর দেশ থেকে নালান্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক ছাত্রেরা আসতেন। ফা-হিয়েন, হুয়েন-সাং, ইৎ-সিং ব্যতীত স্বল্প কতিপয় বৎসরের মধ্যেই নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম পি, হুয়েন চিও, তাও-চি, হুই-নি, আর্যবর্মা, বুদ্ধধর্ম, তাও-সিং এবং লুই-লু প্রভৃতি পূর্বোক্ত দেশের পরিব্রাজকেরা নালান্দায় উপনীত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে জগতের সর্বত্র হস্তলিখিত পুঁথি সরবরাহ করা হতো। ইৎ-সিং নালান্দা থেকে পাঁচ লক্ষ শ্লোক পরিমিত ৪০০ চারিশত সংস্কৃত পুঁথি নকল করিয়ে নিয়েছিলেন। নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অঞ্চলে পাঠাগার অবস্থিত ছিল, তার নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। এ ধর্মগঞ্জের তিনটী বিভাগ—রত্নসাগর, রত্নোদধি এবং রত্নরঞ্জক। তিনটী বিভিন্ন হর্ম্যে অমূল্য রত্নরাজি সংরক্ষিত হতো। (নালান্দা ধর্মগঞ্জস্থ) রত্নসাগর গ্রন্থাগারের বাড়ী ছিল নয়-তালা এবং এখানে প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র প্রভৃতি পবিত্র বৌদ্ধ এবং "সমাজগুহ্য" প্রভৃতি তান্ত্রিক অমূল্য গ্রন্থ সংরক্ষিত হতো। অশোকের সময় থেকে খৃষ্টীয় বারশ শতাব্দী পর্যন্ত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বিতরণে ব্যাপৃত ছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কত লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের সমাবেশ হয়েছিল, কে তার ইয়ত্তা করবে?

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মাতা ও সুবর্ণদ্বীপের অধিপতি বালপুত্রদেব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নালান্দায় একটী বিহার নির্মাণ করে দেন এবং তদানীন্তন বঙ্গাধিপ দেবপালকে পাঁচটী গ্রাম এ বিহারের ব্যয়ভার নির্বাহকল্পে উপহার দিতে অনুরোধ করেন। এ পঞ্চগ্রামের আয়লব্ধ অর্থ থেকে কিছু অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখন বিভাগের পুঁথি নকলের জন্য খরচ হতো—

নালন্দাগতবৃত্তলুব্ধমনসা ভক্ত্যা চ শৌদ্ধোদনেঃ।
নানারত্নবিভূষণস্য বসতিস্তস্যাং বিহারঃ কৃতঃ॥

• • • •

সুবর্ণদ্বীপাধিপ মহারাজ শ্রীবালপুত্রদেবেন যয়ং বিজ্ঞাপিতাঃ।
যথা ময়া শ্রীনালন্দায়াং বিহারঃ কৃতঃ ... .

যে বিদ্যালয়ে ১০০০ এক হাজার অধ্যাপক ৪০০০—৯০০০ ছাত্রের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করতেন এবং যেখানে অধ্যাপককে মাত্র ৪—৯ জন ছাত্রের ভার গ্রহণ করে

তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন যাপন করে সর্বসময়ে শিক্ষাদান ও চরিত্র সংগঠনে সহায়তা করতেন—সে বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং চন্দ্রগোমী, শান্তরক্ষিত প্রভৃতি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের সমাবেশ ছিল, তা' আর আশ্চর্য কি ?

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে "বলভী"তে—কাথিয়াওয়ারের বর্তমান "ওয়ালা" নামক নগরীতে—খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে নালান্দার প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যত সম্ভব অসম্ভব মতবাদের আলোচনার নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে সমবেত হতেন। ইৎ-সিং'র মতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানপত্রই ভারতে তখন শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হতো, যদিও এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। বলভী নগরী থেকে কিয়দ্দূরে এখানে স্থিরমতি ও গুণমতি প্রসিদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। এ বিহারের অন্তর্গত যে গ্রন্থাগার ছিল, সে গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের নিমিত্ত ("সদ্ধর্মস্য পুস্তকোপচারার্থম্") প্রথম গুহসেন খৃষ্টীয় ৫৫৯ সালে অর্থ প্রদান করেন।

বলভী, নালান্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশিলা, জগদ্দল ও ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদীপ্ত আলোকে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ প্রোজ্জ্বল, তখন ভারতের বিভিন্ন মঠ, আশ্রম প্রভৃতিতেও বিদ্যাদীপ অশেষভাবে প্রোদ্দীপ্ত ছিল। বিদেশীয় পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী-সমূহেও ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম মণিমন্দিরের রচিত গ্রন্থাবলীসমূহে তার অগণিত প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। মতিপুরের কোনও একটী মঠে হুয়েং সাং নব্বই বৎসরবয়স্ক মিত্রসেনের কাছে কয়েকমাস পাঠাভ্যাস করেন ; মিত্রসেনের গুরু গুণপ্রভ যে গ্রন্থ লিখেন, সে গ্রন্থটী উক্ত মঠের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল এবং ঐ গ্রন্থ পাঠের নিমিত্তই হুয়েং সাং কয়েকমাস সেখানে পাঠে নিরত থাকেন।

দাক্ষিণাত্যে তিনেভেলি (Tinevelli) জেলার অন্তর্গত কোনও একটী মন্দিরের মহা-বিদ্যালয়ে যে গ্রন্থাগার বা সরস্বতী-ভবন ছিল, তার সমৃদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত দানের বিবরণ ১৯১৬ সালের South Indian Inscriptions এর ৬৯৫ নম্বরের লিপিতে পাওয়া যায়।

এরূপে ভারতের সর্বত্র অগণ্য গ্রন্থাগার ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। অতীতের গহন অন্ধকার ভেদ করে যে কয়টী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের স্নিগ্ধ রশ্মি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাই এতাদৃশ আরো অগণিত জ্যোতির্দীপের অকাট্য প্রমাণ।

হস্তলিখিত গ্রন্থসংগ্রহ ও সংরক্ষণ যে কত পুণ্যমূলক বলে পরিগণিত হতো, তা' এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যে ভিক্ষুরা স্বর্ণ, রৌপ্য স্পর্শ করতেন না, তাঁরাও কেবল পুঁথি সংগ্রহের নিমিত্ত স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাদি গ্রহণ করতে পারতেন।

গ্রন্থাগার মুসলমান রাজত্ব সময়েও ভারতের চির-গৌরবের সামগ্রী ছিল। বিদারের গ্রন্থালয়ে সহস্র সহস্র গ্রন্থ ছিল। হুমায়ুন তাঁর গ্রন্থালয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করতেন এবং গ্রন্থালয়ের উপর থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আকবরের গ্রন্থাগার সুপ্রসিদ্ধ ; এ গ্রন্থালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি বহু অর্থ ব্যয় করতেন এবং প্রত্যহ এ গ্রন্থালয় থেকে গ্রন্থ নিয়ে পাঠ করিয়ে শুনতেন। আওরঙ্গজেবও ধর্ম-সম্পর্কিত

গ্রন্থ-সংখ্যা বাড়ান ; কিন্তু নাদির শাহ ১৭৩৯ সালে দিল্লী নগরী বিধ্বস্ত করে এই গ্রন্থাগার পারস্যদেশে নিয়ে যান।

এ সময়ে কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর গ্রন্থাগারে যে সমস্ত গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছিল, তার পরিচয় বরোদা থেকে প্রকাশিত কবীন্দ্রাচার্য সূচীপত্রে (Gaekwad's Oriental series, No. XVII) পাওয়া যায়। উপরি গ্রন্থাগারসমূহের কোন ইতিহাস এখনও রচিত হয় নি।

ডাক্তার কার্ন, পিটার্সন প্রভৃতি মনীষিগণ যখন খ্রীষ্টীয় ১৮৮০-৯২ সালে বিভিন্ন স্থানে পুঁথির সন্ধানে যেতেন, তাঁরা জৈন-ভাণ্ডার সমূহেও যেতেন। এ সব ভাণ্ডারে সহস্র সহস্র প্রাচীন পুঁথি দীর্ঘকাল ধরে সংগৃহীত আছে। এ সব ভাণ্ডারের ইতিহাস বিরচিত হলে জৈন গ্রন্থাগারসমূহের একটী সুসম্বিবদ্ধ ইতিহাসও রচিত হতে পারে।

যুগযুগান্ত ধরে শিক্ষা-প্রাণ ধর্ম-সর্বস্ব ভারতে বিভিন্ন শিক্ষালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশ্রম, বিহার প্রভৃতিতে সংরক্ষিত বিশাল গ্রন্থাগার জনসাধারণ ও ভক্তমণ্ডলীর জ্ঞানার্জনের সহায়তা করেছে। ভারতের স্বাধীনতাগমে আজ তাই আমাদের প্রাণের আকুতি, যেন আমাদের চিরকালের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেশের সর্বত্র—মন্দিরে, মঠে, শিক্ষালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে—বিত্তোৎসাহী ব্যক্তিগণের গৃহে গৃহে বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠুক, পল্লীতে পল্লীতে, নগরের প্রতি অঞ্চলে—সর্বত্র গ্রন্থাগারের বেড়াজাল তৈরী হোক্—দেশবাসী নিয়তর মধুব্রতের মত অনির্বচনীয় মধু আহরণ করে সার্থকজন্মা হোন এবং ঘোষণা করুন—"অপোহপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারতভূতলে"—এই জন্যই, এমন কি, দেবতারও ভারতভূতলে জন্ম বাসনা করেন। ভারতের জয় হোক্, ভারতের শাশ্বত কীর্তি চির অক্ষুণ্ণ, চির অব্যাহত থাকুক।

গ্রন্থাগার ও সাময়িকপত্র

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডাঃ এস, আর, রঙ্গনাথন সম্প্রতি এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজী—বহুবার ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছেন, শুধু ভাল বক্তা নহেন, অসাধারণ বুদ্ধিমান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে একই দিনে তিনি তিনটি স্থানে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—(১) বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী (২) নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্রসংঘ ও (৩) বাগ্বী সাধারণ পাঠাগার। দ্বিতীয় স্থানটিতে সংঘের সভাপতি হিসাবে আমার উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে সভায় গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন কর্ম্মী ছাড়াও বহু সাময়িকপত্র-সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলের সহিত পরস্পর পরিচয় প্রদানের পর ডাঃ রঙ্গনাথন সে দিন তথায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে সাময়িক পত্রের স্থানের কথাই বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে সাময়িক পত্রের সংখ্যা গত এক শত বৎসরে কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তিনি তাহার বর্ণনা করেন ও সাময়িক পত্রগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে কত শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সে কথারও উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারসমূহে যদি বহু সাময়িক পত্র রক্ষিত হয় ও সে সকল পত্রে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধগুলি যদি স্থানীয় সকলকে পড়ানো বা পড়িয়া শুনানো হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-বিস্তার ও শিক্ষা প্রচার বিষয়ে প্রভূত কাজ করা হয়। আমরা কয়েকটি গ্রন্থাগারে পাঠকদের সভা করিয়া গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এক সঙ্গে ২০ খানি নূতন গ্রন্থ ক্রয় করা হইল, মাসিক সাধারণ সভায় ৫।৭ জন উৎসাহী পাঠক সেই ২০ খানি পুস্তকের বিষয় বিবৃত করিলেন—অবশ্য ১৫ খানি বই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন হইল না। ১ খানি বা ২ খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক সম্বন্ধে ১ ঘণ্টা আলোচনা হইল। পাঠকগণের দৃষ্টি বই দুখখানির বিষয়ে আকৃষ্ট হইল ও উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের হাতে হাতে এই বই ২ খানি ঘুরিতে লাগিল। সেই ভাবে যদি সাময়িক পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সকলকে তথ্যগুলি জানাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে জ্ঞানপিপাসু পাঠকগণ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলিও পড়িবার সুযোগ লাভ করিতেন। গ্রন্থাগারকে প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তার-কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সকল সময়ে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন হয় উৎসাহী কর্ম্মীর। আমরা সকল সময়েই একটি কথা বলিয়া থাকি—সে দিন ডক্টর রঙ্গনাথনের মুখেও সেই কথাই শুনিয়াছি। যাহারা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছেন, তাহাদের একটি বড় কর্ত্তব্য আছে—তাহা হইল অশিক্ষিতদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার করা। সে কর্ত্তব্য না করিলে শিক্ষিতগণকে পতিত হইতে হইবে। যিনি যাহা ভাল জিনিষ পাঠ করিবেন, যদি সকলকে তাহা জানাইয়া না দেন, তবে তাঁহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হইবে।

সাময়িক পত্রগুলি সেই কাজের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন—সেজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের মত জ্ঞান-বিস্তার-কার্যে তাঁহাদের কর্তব্য আছে। সাময়িকপত্র-সম্পাদকগণ প্রবন্ধের জন্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ হন ও সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই সকল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ যিনি পাঠ করিবেন তাঁহারই কর্তব্য সকলকে বিষয়টি জানাইয়া দেওয়া;—তাহার ফলে সকলে ঐ উৎকৃষ্ট সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে। সাময়িকপত্রসমূহে পুস্তকের ও সাময়িকপত্রের আলোচনা প্রকাশিত হয়—তাহা পাঠ করিয়া পাঠক বহু ভাল পঠিতব্য জিনিষের সন্ধান পাইয়া থাকেন। যে সকল লেখা সুলিখিত নহে বা পঠিতব্য নহে—সেগুলির নিন্দা প্রকাশিত হইলে লেখকও ভবিষ্যতে লিখিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন। বর্তমানে 'গ্রন্থাগার' নামক যে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইল, তাহাকেও নির্ভীকভাবে সেই কাজের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। ত্রৈমাসিক 'গ্রন্থাগার' পাঠ করিয়া আমরা যেন জানিতে পারি—গত তিন মাসে উল্লেখযোগ্য কি কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বা সাময়িক পত্র-সমূহে জ্ঞাতব্য কি কি বিষয়ে লেখা হইয়াছে। লেখকের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, লেখায় দোষ ত্রুটি দেখানো হইলে তিনি উপকৃত হইবেন, তিনি সে সকল ত্রুটি সংশোধন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। দোষ ত্রুটি দেখানো হইলে তাঁহার ক্ষুব্ধ বা বিমর্ষ হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বা শরৎচন্দ্রকে প্রথম জীবনে কত বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, সে কথা আমরা সকল লেখককে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। কাজেই যাহাদের লেখার নিন্দা হইবে, তাহারা অপকৃত না হইয়া বরং উপকৃতই হইবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টায় বাংলা দেশের গ্রন্থাগারগুলি প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হউক, আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি। বর্তমানে দেশের সর্বত্র সরকারী পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সকল গ্রন্থাগারকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা প্রয়োজন। চার্ট, ছবি, বক্তৃতা, কথকতা, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির দ্বারা দেশের অশিক্ষিত বয়স্কদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে—উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্মীরা সামান্য চেষ্টা করিলেই এ বিষয়ে সকল জ্ঞাতব্যের সন্ধান পাইবেন। গ্রন্থাগারের অর্থ পুস্তকের স্তূপ নহে—গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিস্তার-কেন্দ্র—এ কথা যেন গ্রন্থাগারের কর্মীরা সর্বদা মনে রাখেন। সেবা ও পরোপকারের মনোভাব লইয়া একজন তরুণ গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে গ্রন্থাগার পরিষদের শুভ প্রচেষ্টা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ডক্টর রঙ্গনাথনের বক্তৃতার বিষয়গুলি উপরে আলোচিত হইল—ইহা আমার নিজের কথাও বটে, তাঁহার মুখেও এই সকল কথা শুনিয়া সেদিন আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলাম।

লাইব্রেরী

মনোজ নিয়োগী

মহাসমুদ্রের সঙ্গীত..... .... ।
কতো অগণ্য মানুষের দুর্বার, দুরন্ত ভাবনা,
বলিষ্ঠ শাবলে স্পন্দিত আশ্চর্য কতো বন্য স্বপ্ন,
গ্র্যানিটে, টেরাকোটায়, ইস্পাতে, তাম্রফলকে :
মনন-আগুনের ফুলকি-ছিটোনো এই মহাপৃথিবীর ধূলিতে।

নতুন পদচিহ্ন আঁকা হ'লো সেই ধূলিতে,
এলো গুটেনবার্গ, ক্যাক্সটন,
মহাচীন থেকে ইয়োরোপে সেই স্ফুলিঙ্গ
জ্বালালো লক্ষ লক্ষ প্রাণের প্রদীপ, উদ্দীপ্ত ক'রলো সহস্র ভাবনা,
চাষীর হাতে তুলে দিলো লেঙ্গলীয়র,
মজুরের হাতে রবীন্দ্রনাথ।

আজ তাই বৈদ্যুতিক হাওয়ার আরামে
ফ্লুরেসেন্ট আলোর নীচে ঘনিষ্ঠ আলাপ জমে ওঠে :
মহল্লো লেদারে বাঁধাই চ্যাটারটন, ডস্টয়েভস্কি, গোরটে, পেটার।
পড়ো তোমার পকেটের আনুপাতিক ছ'পেনি সিরিজে, নিশ্চিন্ত অধিকারে,
প্লেটো, হেগেল, নীটশে, মার্কস, বেদান্ত ও বের্গসঁ।
শেষহীন পৃথিবীর কাব্যের চিরন্তন সেই সুর
ঘূর্ণ্যমান কালের চাকায় বাজে,
নিনেভ, আলেকজান্দ্রিয়া, হারাপ্পা থেকে প্যারিসের ঝক্ ঝকে
কাফেখানায়।

আর সেই মহাসমুদ্রের সঙ্গীতে
মেলাও নিজের নির্জন আত্মার সুর
ইলেকট্রিক পাখার আরামে,
নিঃশব্দ, নীলাভ ফ্লুরেসেন্ট বাতির তলায়।

কথা সাহিত্যের গতি

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্পের নেশা মানুষের মনে চিরকালই আছে। প্রাচীন যুগে তাই সে রূপকথা রচনা করেছিল। সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা সেদিন স্পষ্ট হয়নি। গল্প শুনতে যা'রা এসেছে, তা'রা বিনা প্রশ্নে গল্পই শুনে যেত। গতানুগতিক জীবনে বৈচিত্র্যের রং লাগিয়ে দেবার জন্যই তো গল্প! যত অদ্ভুত অসাধারণ হ'ত গল্পের ঘটনা, ততই সেদিনের শ্রোতা খুশী হ'ত শুনে।

ক্রমে এলো ধর্মবোধ, সামাজিক কর্তব্যজ্ঞান। আমাদের পুরাণকাহিনীতে বিস্ময়কর ঘটনার সঙ্গে নীতিকথার সমন্বয়। বাংলাদেশের রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য—এই শ্রেণীর রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা চলে এসেছে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ইতিমধ্যে গল্প অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিকতার দিকে ঝুঁকেছে; গল্প আখ্যায়িকায়—উপন্যাসে—জীবনের ছায়া স্পষ্টতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

এই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের স্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যেও এলো নব চেতনা, নূতন প্রেরণা। জীবনের ছবি সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে আঁকবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। সম্ভাব্যতার সীমা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করে ঘটনাগুলিকে যতদূর কৌতূহলোদ্দীপক করা যায়, ঐ সময়ে অনেকেই তা' ক'রতে চেয়েছেন। দু'একজন নীতিকথা প্রচারের উপলক্ষ্যেও গল্প রচনা করেছেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর নমুনা।

বাংলা কথা সাহিত্যে সত্যকার প্রাণসঞ্চার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। নানা রকমের উপন্যাসে জীবনের গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধিকে বিস্ময়কর অথচ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তিনি রূপ দিয়ে গেছেন। অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই তাঁর কল্পনা-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। রোমান্সের আবহাওয়া তাঁ'র সকল আখ্যায়িকাকেই ঘিরে আছে সন্দেহ নেই, গল্পের ভিতর দিয়ে নীতিকথাও তিনি দু'এক সময়ে বলেছেন, কিন্তু মানব-অন্তরের বিচিত্র আনন্দ-বেদনা উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাঁ'র লেখায়, তাই সে লেখা শাশ্বত সাহিত্য বলে গণ্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হ'য়েছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভা অথবা গভীর জীবনরহস্যে মগ্ন হবার ক্ষমতা তাঁ'র ছিলনা। 'মাধবী-কঙ্কণ', 'বঙ্গবিজেতা', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাতে' ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি। ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ না করে মনোজ্ঞ কাহিনী রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সামাজিক উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন—'সংসার' ও 'সমাজ'—কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসেই তিনি অধিকতর সফল। একালের সামাজিক উপন্যাসে

বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'। শৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের কল্পনা একটু নূতন রকমের। সম্ভবে-অসম্ভবে, মাধুর্য্য-কৌতুকে মিলিয়ে তিনি 'কঙ্কাবতী' রচনা ক'রেছেন। আরও কয়েকটি ছোটবড় উপন্যাসে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমযুগ প্রধানতঃ রাজরাজড়া-যুদ্ধবিগ্রহ-বীরত্ব ও প্রেমের কথা নিয়ে রোমাঞ্চকর উপন্যাস রচনার যুগ। সাধারণ সংসারের দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকার আগ্রহ তখন ছিল বিরল। দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম-উপন্যাসের 'উপসংহার' লিখে একদিন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরে, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম-চন্দ্রীয় উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসেরও আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক পরিবেশে যে সব কাহিনী রচনা করেছেন, যেমন—'রাজর্ষি,' 'বৌঠাকুরাণীর হাট'— সেগুলিতেও গল্পের চমক অপেক্ষা মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কৌশল বেশী হৃদয় আকর্ষণ করে। বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' মনস্তত্ত্ব-প্রধান উপন্যাসের সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তা'র বিকাশ-সাধন করেছেন। ঘটনার আকস্মিকতার পরিবর্তে মনোরহস্যের উদ্‌ঘাটন তাঁ'র উপন্যাসকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। 'নৌকাডুবি'তে প্রারম্ভিক ঘটনা খুবই অপ্রত্যাশিত সন্দেহ নেই, কিন্তু 'চোখের বালি' ও 'গোরা'র এবং পরবর্তী অধিকাংশ গল্পে উপন্যাসে ঘটনা প্রায়শঃই সাধারণ রকমের। শেষের দিকের 'মালঞ্চ' 'দুইবোন' প্রভৃতিতে, ছোটখাট ব্যাপারগুলিও কি রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা' তিনি দেখিয়েছেন।

মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের ঢেউ, আশা-নিরাশার আলো-ছায়া, ভাবনা-কামনার বুদ্বুদ অপরূপ রূপ নিয়েছে শরৎ সাহিত্যে। এ সাহিত্যের নরনারী—মনে হয়—একান্ত পরিচিত, অথচ তাঁদের অন্তরের পরিচয় আর কারও লেখা থেকে এমন করে পাইনি। বাংলার ঘর সংসার, বাংলার সমাজ এমনভাবে ফোটেনি আর কোথাও। 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'চন্দ্রনাথ', 'নিষ্কৃতি', 'হরিলক্ষ্মী', 'বামুনের মেয়ে'—প্রত্যেক বইয়ের প্রতিটি চরিত্র সজীব, যেন রক্তমাংসে গড়া। 'শ্রীকান্তের' ভ্রমণ এনেছে কতকটা বৈচিত্র্য, এনেছে বাংলার বাইরের কিছু ছবি। তেমন ছবি আরও আছে 'ছবি'তে, 'চরিত্রহীনে', 'পথের দাবী'তে', 'শেষপ্রশ্নে'। 'পথের দাবী' আর 'শেষপ্রশ্নে' রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের সমকালীন লেখকেরা অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের নিকট-উত্তরাধিকারী। বঙ্কিমের প্রভাব তাঁ'দের রোমাঞ্চকর উপন্যাস রচনায় আকৃষ্ট করেনি, কিন্তু সামাজিক নীতির প্রতি ভ্রূকুটীল করে তুলেছে।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ শরৎচন্দ্রের কিছু আগেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁ'র 'প্রবাসী' এক সময়ের জনপ্রিয় উপন্যাস। পাশ্চাত্য প্রভাব ঘনায় জাতীয় আদর্শ—এ উপন্যাসের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন।

অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, ইন্দিরা দেবী নারী সুলভ সৌকুমার্য নিয়ে আমাদের

গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র এঁকেছেন। এঁদের রচনায় একটি পবিত্র সৌরভ ব্যাপ্ত। নিরুপমা দেবীর 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'শ্যামলী' -- বিশেষতঃ 'শ্যামলী'—উৎকৃষ্ট উপন্যাস। অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'মহানিশা' প্রভৃতি সুখপাঠ্য, কিন্তু মনে হয় অনেক সময়ে তিনি আদর্শের ঝোঁকে শিল্প-সুষমাকে উপেক্ষা করে গেছেন। ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি'তেও নীতির প্রাধান্য।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নীতি প্রচার বা দুর্নীতির স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন না করে মনের খুশিতে গল্প লিখে গিয়েছেন। তাঁ'র উপন্যাস খুব উঁচু দরের নয়, কিন্তু তা'তেও ঘটনা বিন্যাস সুনিপুণ। 'রত্নদীপ', 'রমা সুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী' বিগত যুগের বহুল-সমাদৃত উপন্যাস। এ যুগের পাঠক ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুরাগী ন'ন। ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের সমাদর আজও আছে। ছোট ছোট হাসি-কান্নার কথা নিয়ে তিনি চমৎকার ছোট গল্প লিখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে তাঁ'র স্থান উচ্চে।

বঙ্কিম যুগের পর কথা সাহিত্যে ইতিহাসের আদর কমে গিয়েছে, কিন্তু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গল্প বলে ইতিহাস শেখানোর কৌশল তিনি জানতেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও ছিলেন ইতিহাসের অনুরাগী। তাঁ'র অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ভগ্ন নিশান' উল্লেখযোগ্য রচনা। অনুরূপা দেবী 'ত্রিবেণী'তে বাংলার ইতিহাসের এক অধ্যায় বর্ণনা করেছেন।

রাজা-রাজড়ার কথা নিয়ে রোমান্টিক গল্প লিখে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁ'র 'রঙ্গমহল', 'শীষমহল' প্রভৃতিতে সূক্ষ্মতা কম, কল্পনার রং উজ্জ্বল।

সামাজিক সমস্যার দিকে নজর রেখে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ ক'রেছিলেন, কিন্তু অনেক রচনাতেই তিনি সমস্যা অথবা শিল্প কোনটির প্রতিই যথোপযুক্তরূপ অবহিত হ'তে পারেন নি। 'রাজর্ষি'তে তাঁর চরিত্রাঙ্কনদক্ষতা বোধ হয় সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর প্রেমেন্দ্র মিত্র নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এবং রচনাপদ্ধতি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছেন। রাঢ়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে দীনদরিদ্র অশিক্ষিত শ্রেণী এবং কয়লা-খনিতে যে শ্রমিকেরা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে জীবন যাপন করছে, তাদের কথা অনুকম্পার সঙ্গে এঁকেছেন শৈলজানন্দ, আর আধুনিক সভ্যতার জটিলতায় দিশাহারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এঁকেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কয়েকটি ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব দক্ষতাও দেখিয়েছেন তিনি। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে আছে রচনা ভঙ্গীর সরসতা, কিন্তু তাঁর বাস্তব পটভূমিতে অঙ্কিত চিত্রে স্থানে স্থানে রোমান্সের রং বড় উজ্জ্বল। প্রবোধকুমার সান্যালের গল্প কবিত্বপূর্ণ, কিন্তু সময়ে সময়ে একটু অবাস্তব বলে বোধ হয়। বুদ্ধদেব তাঁর গল্প উপন্যাসে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবন সুন্দর ক'রে এঁকেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতিস্মর' কল্পনা-সম্পদে সমৃদ্ধ। বিগত যুগের ঘটনাবলীর ওপর

বলিষ্ঠ কল্পনার তুলি বুলিয়ে এই ধরণের গা ছম্-ছম্ করা গল্প লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত। আর গোয়েন্দা কাহিনীকে সত্যকারের সাহিত্য পদমর্য্যাদা, হাল আমলে, দিয়েছেন তিনিই।

তারাশঙ্করের লেখায় জোর আছে, কল্পনা আছে। অস্তোন্মুখ জমিদারী প্রথা, আমাদের বর্তমান সমাজ সুন্দর ফুটে উঠেছে তাঁর অনেক লেখায়। 'কালিন্দী' তাঁর সৃষ্টি-শক্তির চমৎকার নিদর্শন। 'রাত্রীদেবতা' অতটা সংহত বা গাঢ়বন্ধ বলে বোধ হয় না। 'কবি'ও সুন্দর, কিন্তু কতকটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা-পূর্ণ।

মনোজ্ঞলাল বসুর 'রমলা' কবি-কল্পনাময় উপন্যাস, বর্ণনাগুণে বিশেষ উপভোগ্য। তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'জীবনাহ্নে' এবং ছোট গল্পগুলিতেও ঐ কবিত্বের ছাপ। কবিত্ব প্রাণবান হয়েছে, অথবা জীবনের কবিত্ব রূপ নিয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' 'আরণ্যক' 'অনুবর্তন' 'ইছামতী' চিরমধুর উপন্যাস। গ্রাম-জীবনের কবিত্বময় ছবি মনোজ বসুর গল্পে উপন্যাসেও রূপ নিয়েছে। 'বনফুল' এই ছদ্মনামে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সব ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে নানারূপ চরিত্র ও ঘটনার চমকপ্রদ চিত্র দু' একটি তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বড় বড় উপন্যাস-গুলির মধ্যে সুসম্বদ্ধতা বা সংহতির অভাব হয়ত পরিলক্ষিত হয়—কিন্তু তারই মধ্যে চিত্রিত বিভিন্ন চরিত্রগুলি তাঁর ছোটগল্পগুলির মতই চমৎ লাগায়। জগদীশ গুপ্ত 'বিনোদিনী' বলে প্রথম গল্পের বইয়ে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, পরবর্তী বইগুলিতে আর তা' দিতে পারেন নি। সীতা দেবী, শান্তা দেবী ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস পুরোনো ধারার লেখা। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আছে নূতন কল্পনা, নূতন ভঙ্গী। 'পদ্মানদীর মাঝি' তে তিনি পূর্ব বঙ্গের জেলেদের নিয়ে যে উপন্যাস রচনা করেছেন তা অপূর্ব। কিন্তু পরে অনেক গল্পে মনোবিকারের উৎকট ছবি এঁকে পূর্ব খ্যাতিকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধ বসু প্রভৃতি কৌতুকোজ্জ্বল গল্প উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু হাসির গল্পে পরশুরামের তুলনা নেই। ঘটনা সংস্থানে, ভাষাচিত্রে, চরিত্রাঙ্কনে, সূক্ষ্ম রসবোধে প্রত্যেকটি গল্পই উচ্চাঙ্গের। এঁর উত্তর-সাধক হিসাবে 'সমুদ্ধ'র নাম করা যেতে পারে।...নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, অথবা রচনাভঙ্গী আজ বিরল। প্রমথ চৌধুরীও কয়েকটি গল্পে তিনি এক ধরণের মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে ধরণে আর কেউ লেখেননি। অন্নদাশঙ্কর দেশবিদেশের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন উপন্যাসে; তার আগে দিলীপ কুমার রায় সেই চেষ্টা করেছিলেন।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' বাংলার বাইরের জীবন-কথা নিয়ে লেখা অভিনব গল্প গ্রন্থ। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের আবহাওয়ায় সংঘাতময় বর্তমান সমাজ-জীবনের অনবদ্য চিত্রও এঁকেছেন কয়েকটি উপন্যাসে। নরেন্দ্র ঘোষ, এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ও ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র এঁকেছেন গল্প উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা মনে হয় যেন নিঃশেষিত প্রায়। প্রতিবেশী-রাষ্ট্র ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পট-ভূমিকায় চিত্রিত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-এর 'ইরাবতী' উপন্যাস ঐ নামীয় নদীর তট-ভূমির দৃশ্যরাজির মতই মনোজ্ঞ।

আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে অঙ্কিত সত্যনাথ ভাদুড়ীর 'আগন্তুক' সমস্ত পাঠকসমাজের সম্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সন্তোষ ঘোষ 'কিনু গোয়ালার গলি'তে দেখিয়েছেন—সমাজের সাম্প্রতিক অবস্থা, কেমন ক'রে আজ সব নৈতিক আদর্শ ভেঙে পড়ছে।

নবযুগের নূতন শক্তিধর কথাশিল্পীর অপেক্ষা করছে আজ বঙ্গ সাহিত্য।

আমেরিকায় লাইব্রেরী আন্দোলনের ৭৫ বৎসর

১৮৭৬—১৯৫১

কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লাইব্রেরী আন্দোলন, বিশেষতঃ পাবলিক লাইব্রেরী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমেরিকা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশ। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের দেশব্যাপী বিস্তৃতিতে, নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা-গৌরবে, পুস্তক-সংগ্রহের ঐশ্বর্যে এবং সংশ্লিষ্ট ও উপকৃত জনসমষ্টির বিপুলতায় ইহা সমস্ত বিশ্বের আদর্শ-স্থানীয়। আমেরিকার প্রতি বৎসর পাবলিক লাইব্রেরীসমূহ পাঠকদের প্রায় ৪৫ কোটি বা মাথাপিছু সাড়ে তিনখানা বই ব্যবহারের জন্য দেয় এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা বা মাথাপিছু প্রায় দুই টাকা খরচ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষে শিক্ষামূলক সর্ব-প্রকার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় মাথাপিছু মাত্র ৬ পয়সা। এই সংখ্যার মধ্যে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ছাড়াও চিন্তা করিবার বহু ইঙ্গিত আছে। আমেরিকার লাইব্রেরী আন্দোলনের এই গৌরবময় বর্তমানের মূলে আছে অর্ধশতাব্দীরও উপরের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ এই ইতিহাসের এক স্মরণীয় বৎসর।

কোন একটি আন্দোলনের ইতিহাসে একই বৎসর এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্নিবেশ কদাচিৎ হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিক্ষাবিভাগ তাহাদের পাবলিক লাইব্রেরী সংক্রান্ত প্রথম বিবৃতি ও পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। ইহাতে ১৭৭৫ হইতে ১৮৭৫ পর্যন্ত শতাব্দীর লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রসার আলোচিত হয় ও তৎকালীন গ্রন্থাগারিকেরা ইহা হইতেই প্রথম সমগ্র অবস্থার ও আন্দোলনের একটা নির্ভরযোগ্য আভাস পান। ইহার পর ঐ বৎসরই যথাক্রমে মেলভিল ডিউই তাঁহার বিখ্যাত ডেসিমাল ক্ল্যাসিফিকেশন বা দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রকাশ করেন; ডিউই ও বোকার লাইব্রেরী সংক্রান্ত প্রথম পত্রিকা "লাইব্রেরী জার্নাল" প্রকাশ করেন এবং ফিলাডেলফিয়াতে সম্মেলনের পর আমেরিকান গ্রন্থাগারিকেরা তাঁহাদের প্রথম সংস্থা "আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনাগুলির

প্রত্যেকটিই লাইব্রেরী আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দকে আমেরিকার লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্ম বৎসর বলা যাইতে পারে।

১৮৭৬ এর গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট প্রকাশের পর দেখা যায় যে সমগ্র দেশে পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই তথ্য তৎকালীন গ্রন্থাগারিকদের মনে নূতন বিশ্বাস ও আশার সৃষ্টি করে। তাঁহারা বুঝিলেন যে সুসংহতভাবে ও একযোগে কাজ করিলে, এই আন্দোলনকে প্রসারিত করিবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। "পাবলিশার্স উইক্‌লি" নামে প্রকাশকদের যে পত্রিকা প্রকাশিত হইত, তাহার বিশেষ গ্রন্থাগার সংখ্যা প্রকাশের দ্বারা এ সম্বন্ধে প্রথম মত নির্ধারণের চেষ্টা করা হয় ও উহা আশানুরূপ সাড়া পায়। ইহার পর ডিউই ও বোকার "লাইব্রেরী জার্নাল" প্রকাশ করেন। ইহাই আমেরিকার প্রথম লাইব্রেরী-পত্রিকা এবং পরবর্তী বহু বৎসর ইহা আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে ডিউই ছাড়াও লাইব্রেরী আন্দোলনে বিখ্যাত চার্লস কাটার (ডিকস্‌নারি ক্যাটালগ) ও উইলিয়াম পুল (পুল্‌স্ ইনডেক্‌স্ টু পিরিয়ডিকাল লিটারেচার) প্রভৃতি ছিলেন। প্রথম সংখ্যা হইতেই এ পত্রিকা যে বলিষ্ঠ আদর্শ ও আশাবাদী সুর বাঁধিয়া দেয়, তাহা পরবর্তীকালের প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রথম সংখ্যাতেই ডিউই দেখান যে "আমাদের নেতৃস্থানীয় শিক্ষাবিদেরা ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছেন যে লাইব্রেরী, স্কুলের সঙ্গে সমানভাবেই জনসাধারণকে শিক্ষাদানের অংশ গ্রহণ করিতেছে। স্কুল আমাদের অক্ষর পরিচয় করায় ও পড়িতে শিখায়; কিন্তু লাইব্রেরী আমাদের পড়িবার উপকরণ যোগায় ও আমাদের শিক্ষিত রাখে। সুতরাং সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাঁহারা দুই সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন; উহার এক অংশ অবৈতনিক বিদ্যালয় ও অপর অংশ সাধারণ গ্রন্থাগার।" বস্তুতঃ এই অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে ডিউই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমগ্র দর্শন ও যুক্তিকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। শিক্ষা প্রসারের অপরিহার্য মাধ্যম ও ধারকরূপেই লাইব্রেরী আন্দোলনের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়াছে এবং লাইব্রেরী আন্দোলনের শক্তিই একটা জাতির প্রকৃত শিক্ষিতাবস্থার মানকে সূচিত করিয়াছে। ফলে ডিউইর কথা—"আমরা আজ আর জিজ্ঞাসা করি না 'আপনাদের এখানে কোন লাইব্রেরী আছে কি?' জিজ্ঞাসা করি—'আপনাদের লাইব্রেরীটা কোথায়?'" ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অবস্থার কতকটা রঙীন আশাবাদী চিত্র হইলেও—আজ পৃথিবীর বহু দেশেই সত্যে প্রোজ্জ্বল মানব। আজ আমেরিকার লাইব্রেরী আন্দোলন ১৮৭৬ অপেক্ষা নানাদিকে বহুগুণ অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু ইহার স্রষ্টাদের বলিষ্ঠ আশা ও চিন্তা এখনও এই আন্দোলনের অম্লান পথনির্দেশক।

১৮৭৬ এর আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ বা "ডেসিম্যাল ক্ল্যাসিফিকেশন" এর প্রকাশ। তিন বৎসরের চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডিউই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রথম প্রকাশ করেন ৪২ পাতার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত ইহার চতুর্দশ সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা দুই হাজারের অধিক।

ইহার এই বিপুল বৃদ্ধি শুধু যে ইহার সজীবতার পরিচায়ক তাহাই নহে, আমেরিকার তথা সমগ্র পৃথিবীর লাইব্রেরী আন্দোলনে যদি কোন কিছুর একক প্রভাব সর্বাধিক হয়, তবে তাহা এই বর্গীকরণ পদ্ধতির। এই পদ্ধতি গ্রন্থাগারে পুস্তক সাজাইবার এক বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারোপযোগী ও সহজবোধ্য উপায় নির্দেশ করে ও এক হইতে শূন্য পর্যন্ত আংকিক সংখ্যার দশমিক ব্যবহারের দ্বারা তাহা প্রচলিত করে। পরবর্তী ৭৫ বৎসরে এই পদ্ধতির যে বিপুল প্রসার ও অভূতপূর্ব সমাদর হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। এই সাফল্য শুধু এই পদ্ধতি ও ইহার প্রবর্তকের নামকেই গৌরবান্বিত করে নাই, বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের সুবিধাজনক বিন্যাস সম্ভব করিয়া ইহা পুস্তক ও পাঠককে ক্রমেই নিকটতর করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যবধান কমাইয়াছে এবং তদনুপাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে অগ্রসর করিয়াছে। বর্গীকরণের মূল্য মানদণ্ডের বিচারে ইহার যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, ইহার ব্যাপক ব্যবহারোপযোগিতা ও লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রসারে সর্বদেশে ইহার বিপুল অবদান অনস্বীকার্য। সকল দেশেই লাইব্রেরীসমূহের প্রাথমিক অবস্থায়, যখন লাইব্রেরী বিজ্ঞানের ও পদ্ধতির জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, তখন এই বর্গীকরণ পদ্ধতি শুধুমাত্র ইহার অনুপম সহজবোধ্যতা ও অনায়াস প্রয়োগ-সম্ভাবনার জন্যই গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

১৮৭৬ এর চতুর্থ স্মরণীয় ঘটনা আমেরিকার লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনএর প্রতিষ্ঠা। একটি শক্তিশালী জীবন্ত সংস্থা একটা আন্দোলনকে কিভাবে অগ্রসর করে তাহা স্বতঃই অনুমেয়; যখন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রবর্তকদের মধ্যে ডিউই, কাটার, পুল প্রভৃতির মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথিকৃৎরা থাকেন তখন তাহার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল হইতে বাধ্য। এই সংস্থা বিগত ৭৫ বৎসরে শুধু যে ইহার আদর্শ অনুযায়ী "স্বল্পতম ব্যয়ে, গরিষ্ঠতম সংখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠতম পাঠ," সরবরাহ করিয়াছে, তাহাই নহে; ক্যাটালগিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনিয়াছে এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিকে কি জীবিকার মান, কি সামাজিক মর্যাদা উভয় দিকেই প্রচুর উন্নত করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মান এখনো সমগ্র পৃথিবীতে সর্বোচ্চ।

১৮৭৬ এর পর ৭৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই ৭৫ বৎসরে, লাইব্রেরী আন্দোলন আমেরিকায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আন্দোলনের অত্যাবশ্যক প্রসার ছাড়াও নানা নূতন দিকে ইহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, নানা নূতন প্রচেষ্টায় ইহা সমৃদ্ধতর হইয়াছে। ১৮৭৬ এ আমেরিকায় পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি—বর্তমান আমেরিকায় শুধুমাত্র স্কুল লাইব্রেরীর সংখ্যাই তাহার দশগুণের বেশী—তিরিশ হাজারের উর্ধ্বে। ১৮৭৬ সালে গ্রন্থাগার ছিল শুধুমাত্র সহরগুলিতে বা শিক্ষাপীঠ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংযুক্ত। আজ ইহার বৈচিত্র্য সীমাহীন। শুধু যে দেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাই নহে; চলমান গ্রন্থাগার, হাসপাতাল গ্রন্থাগার, সৈন্যদের জন্য শিবির গ্রন্থাগার প্রভৃতি ছাড়াও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ও শিল্পে বিশেষ গ্রন্থাগার (special library) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও প্রসার লাভ করিয়াছে।

পরিবর্তন ঘটিয়াছে উপকরণের ও পদ্ধতির। সাধারণের প্রবেশহীন পুস্তক ভাণ্ডারের প্রবেশদ্বার হইয়াছে সকলের জন্য উন্মুক্ত। আগে লাইব্রেরীসমূহ যেখানে শুধুমাত্র পুস্তকই সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করিত, আজ সেখানে তাহার উপরও আসিয়াছে বিপুল সংখ্যায় পত্র-পত্রিকা, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফটো, প্রিন্ট প্রভৃতি। আগে যেখানে বন্দোবস্ত ছিল শুধু অধ্যয়ন ও চিন্তার এবং সরবরাহ করা হইত ইহারই প্রার্থিত উপকরণ—আজ সেখানে সিনেমা ও টেলিভিশনের সাহায্যে শব্দময়, রূপময় জগৎকেও শিক্ষায় এবং আনন্দের কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে আমেরিকার লাইব্রেরীসমূহে। সাহায্য ও উপকরণ আসে অযাচিত। সমগ্র পরিবেশই পরিবর্তিত হইতেছে। লক্ষ্যে, আদর্শ-পত্রে একদিকে যেমন আরামের আয়োজন হইতেছে তেমনি রুচিকেও তৃপ্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফলে গ্রন্থাগার জাতির জীবনে হইয়া দাঁড়াইয়াছে অবসরের, আনন্দের ও জ্ঞানের আমন্ত্রণ।

এই ইতিহাস ও সাফল্য উৎসবের যোগ্য। আমেরিকার গ্রন্থাগারিকেরা আজ তাহাদের গৌরবময় আন্দোলনের পঞ্চ-সপ্ততিতম জন্ম-উৎসব পালন করিতেছে। আমরা তাহাদের অভিনন্দন জানাই। আমরা তাহাদের ইতিহাস হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিব। কিন্তু তাঁহারা বা আমরা, কেহই যেন ইহার ব্যর্থতার কথা না ভুলি। লাইব্রেরী আন্দোলনের বহিরাঙ্গিক প্রসার আমেরিকাতে যাহা হইয়াছে তাহা চমকপ্রদ সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহার যাহা মূল উদ্দেশ্য তাহা বহুল পরিমাণে অপূর্ণ রহিয়াছে। লাইব্রেরী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য জনগণকে শিক্ষিত করা, তাহাদের রুচিকে উন্নত করা ও তাহাদের সম্মুখে বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা করা। আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলন এদিকে সফল হয় নাই। সকল সংখ্যার উর্ধ্বেও যে সত্য আমাদিগকে পীড়া দেয়, তাহা এই যে, বিকৃত রুচি, অসুস্থ 'সাহিত্যে'র প্রচার আমেরিকায় সর্বাধিক। আমেরিকার শিক্ষা ও সভ্যতা তাহার ঐশ্বর্যের বহু পশ্চাতে। এই দৈন্য দূর করিতে হইলে আমেরিকার গ্রন্থাগারিককে ডিউই'র অমরীয় উক্তি মনে রাখিতে হইবে—"গ্রন্থাগারিকদের দেখিতে হইবে যে, তাঁহাদের গ্রন্থাগারে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজিই রক্ষিত হয়। তৎপর তাঁহাদিগকে পাঠকদের মধ্যে এই গ্রন্থরাজি পাঠের উৎসাহ সৃষ্টি করিতে হইবে। সকল প্রকারে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে পাঠকেরা শ্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়তরকে লাভ করিতে পারেন"। এই উদ্দেশ্যের সাফল্যই হইবে আমেরিকার লাইব্রেরী আন্দোলনের আগামী দিনের লক্ষ্য।

শিশু সাহিত্যের আসর

প্রবোধ কুমার

প্রায় বিশ বছর আগে রামমোহন লাইব্রেরীতে এক সভায় শিশু সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের এক বক্তৃতার কথা মনে পড়ে। অভিভাবকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষা ও ভঙ্গিমায় এইটেই জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, 'শিশু সাহিত্যের মধ্যে থাকা প্রয়োজন প্রচুর কল্পনার অবকাশ, সে কল্পনা উদ্ভট হ'তে, অবাস্তব হ'তে ক্ষতি নেই যদি তা সত্যই চিত্তগ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়।' ভূত-পেত্নীর গল্প অবাস্তব বলে ছেলেপিলেদের হাতে দেওয়া অভিভাবকরা পছন্দ করেন না বলে একটা কথা শোনা যায়, আচার্য এ মনোভাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেছিলেন, যে "ভূত-পেত্নীর গল্প পড়লেই ছেলেরা ভীতু হবে এমন কোন কথা নেই এবং তথাকথিত বাস্তবধর্মী এ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দাকাহিনী পাঠেই ছেলেমেয়েরা বীর হয়ে উঠবে না। তাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন সব বই-ই তাদের হাতে দিতে হবে এবং তাদের জন্যে লিখতে হবে। রূপকথার রাজ্যে, ব্যাঙমা, বেঙ্গমীর দেশে রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুরের সাথে সাথে দেশান্তরের মাঠে মাঠে তারা কল্পনায় বিচরণ করলে তাদের প্রভূত মানসিক উন্নতি হবে।

বাংলা শিশু সাহিত্যের এমনি অপরূপ রূপকথা ও কাহিনী, সরস, স্বচ্ছ গল্প আমদানী করেছিলেন কয়েকজন মনীষী। বাংলা শিশু সাহিত্যে সে ছিল কোটালের বানের আমল।

উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুখলতা, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি বিভিন্নদিকে বিভিন্নভাবে শিশু সাহিত্য করে তুলেছিলেন সমৃদ্ধ। এঁদের অনেকেরই অনেক বই আজ দুষ্প্রাপ্যই শুধু নয় কোন কোন বই আবার কখনও সূর্য্যের মুখ দেখবে কিনা সন্দেহ জাগে। আজকের ছেলেরা, এবং অল্প দিন পরে হয়ত পুস্তক প্রকাশকেরাও সে সব বইর কথা যাবেন ভুলে। চাপা পড়ে যাবে তারা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। এই ধরণের দুষ্প্রাপ্য বইগুলি যাতে পুনঃ-প্রকাশিত হয় সেদিকে সহৃদয় পুস্তক প্রকাশকদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, বর্তমান ও ভবিষ্যত শিশু এবং কিশোরদের মুখ চেয়ে।...

হাল আমলেও কয়েকজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভট কল্পনার সাথে বাস্তবের ছোঁয়াচ মিশিয়ে চমৎকার চমৎকার রোমাঞ্চকর গল্পের পরিবেশন করেছেন। বিদেশী সাহিত্যের সুন্দর ও প্রাঞ্জল অনুবাদও আছে কিছু কিছু। কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেক বই আজকের বাজারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।... সেই সব সার্থক সাহিত্য রসাস্বাদে কিশোরদের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-রসজ্ঞান পরিপুষ্টি লাভ করবে বলেই মনে করি।...

স্বামাভাবের জন্য শিশু ও কিশোর সমাজে সমাদৃত মাত্র অল্প কয়েকখানা বইএর নাম ও অন্যান্য বিবরণ কিছু কিছু এবারে দিচ্ছি। পরে আরও দেওয়া যাবে।

১। ছোট্ট রামায়ণ—৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রকাশক: ইউ, রায় এণ্ড সন্স, ১০০ গড়পার রোড কলিকাতা। পঞ্চম সংস্করণ, সন ১৩৩০ মূল্য ॥০ ১২ খানি

132947

একরঙা, ৩।৪ খানি বহুবর্ণ চিত্র-শোভিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০+৪ চমৎকার ছন্দে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে রচিত। শিশুদের অত্যন্ত উপযোগী এই বই আর পাওয়া যায় না। প্রকাশক মহাশয়রা অবহিত হ'লে দেশের উপকার করবেন। কবিতার নমুনা একটু দেওয়া গেল :

'বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বয় ধীরে।
.... — ... ...
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড় সুন্দর কথা, শুন মন দিয়া।'

২। ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি—শ্রীকুলদারঞ্জন রায়। ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৫৫ ভাদ্র। এ মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। সচিত্র। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৪+৪। দাম ১৷৷০ কুলদাবাবু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল সিদ্ধ হবার গল্পগুলির যুগোপযোগী কিশোর-পাঠ্য সংস্করণ প্রণয়ন ক'রে কিশোরদের কৃতজ্ঞতা অর্জন ক'রেছেন।

৩। আবোল তাবোল—সুকুমার রায়। তৃতীয় সিগ্‌নেট সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫ +৮। পাতায় পাতায় ছবি। তবে সবগুলি সুকুমার রায়এর আঁকা নয়। তাঁর ছেলের আঁকা ছবিও আছে কয়েকটি। দাম ২৸০ যা কিছু উদ্ভট, যা কিছু আজগুবি তা'নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত হাস্যোজ্জ্বল কবিতা রচনা করেছেন সুকুমার রায়। এই রকম ছোট বড় ছেচল্লিশটি কবিতার সমাবেশে রচিত হ'য়েছে 'আবোল তাবোল'। এ ধরণের রচনায় তিনি শুধু সিদ্ধহস্ত নন—অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

৪। জাপানী কানুষ—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। নবম সংস্করণ। প্রকাশক সুধীর চন্দ্র সরকার—এস্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার। সচিত্র প্রচ্ছদ। মধ্যে মধ্যে খানি জাপানী ঢং-এ আঁকা ছবি। দাম ।৵০। জাপান দেশীয় উপকথা ও রূপকথা অবলম্বনে লিখিত সাতটি মধুর গল্প। এই অপরূপ মধুচক্র বর্তমানে অমূল্য, কেননা অমিল।

৫। ক্ষীরের পুতুল—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫২। সিগনেট প্রেস, এলগিন রোড, কলিকাতা ২০। সচিত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬+৬ দাম ১৸০। রাজার দুই রাণী। বাণিজ্যে গিয়ে ছোটর জন্যে আনেন হীরা, মণি, মুক্তা। বড়র জন্য বাঁদর ছানা। এই বাঁদর ছানা তার রাণী-মার কাছ হ'তে ক্ষীর দিয়ে তৈরী পুতুল নিয়ে ষষ্ঠী ঠাকরুণকে, বুদ্ধির কৌশলে ফাঁদে ফেলে জীবন্ত রক্তমাংসের রাজপুত্তুর আদায় করে তার বিবাহ দিয়ে কি করে রাণী মায়ের দুঃখ ঘোচাল এই উপখ্যানের সরল বিবৃতি।

৬। পঙ্কুলাল—প্রিয়ম্বদা দেবী। রুদ্ধনিঃশ্বাসে প'ড়বার মত বই। ছুতার ওপীর কাঠের গায় রেঁদা চালানর সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাঠের মধ্যে থেকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে ছা-না-ব ড়া লম্বের নির্গমন, রেঁদা চালান বন্ধ, লম্বও নীরব। এতেই এক মুহূর্তে মন কল্পনার পাখা মেলে অনেক দূর চ'লে যায়।...বইখানা আকারে প্রকারে ছোট হ'লেও গুরুত্বে অনেক ভারী বইয়ের বাড়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু বৎসর যাবৎ বইখানা অপ্রাপ্য হ'য়েই আছে।

৭। আরব্যোপন্যাস—৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী প্রেস; দাম ৩।০। আর একখানা অমনি চমৎকার বই। মূল আরব্যোপন্যাস-এ এমন বহু আখ্যান আছে যা' শিশু বা কিশোর-বয়স্কদের ঠিক উপযোগী নয়। রামানন্দ বাবুর সুনিপুণ নির্বাচনে, প্রাঞ্জল রচনা-ভঙ্গীতে বইখানা অত্যন্ত সুখপাঠ্য ছিল। দুঃখের বিষয়, এই খানাও শিশু সাহিত্যের অন্যান্য বহু অমূল্য সম্পদের মত আজ বহু বৎসর ধ'রে অপ্রকাশিত র'য়েছে।

৮। ঠাকুরমার ঝুলি—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পঞ্চদশ সংস্করণ (একষট্টি সহস্র)। প্রকাশক শ্রীগজেন্দ্র মিত্র। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫৫ সন। ২৭৪ পৃষ্ঠা। দাম ৩।০। বহু চিত্র শোভিত। প্রথম সংস্করণে এর (১৩১৪ সনে) রবীন্দ্রনাথ এর একটি ভূমিকা লিখে দেন। বইখানি বাংলার রূপকথার শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত নিদর্শন। চারটি বিভিন্ন ভাগে চৌদ্দটি গল্প ও তিনটি ছড়া। দুধের সাগর, খণ্ডে রাজা-রাজড়ার কথা। রাজকুমার, মন্ত্রীকুমার, এখানে মুখ্য পাত্র। রাজারাজড়ার কাহিনী হ'লেও সাত ভাই চম্পা, শীত বসন্ত প্রভৃতির সুখ দুঃখের কাহিনী পড়তে পড়তে তাদের সাথে একাত্মবোধ জন্মে যায়। লেখনীর চমৎকার গুণে সব ব্যবধান হয় দূরীভূত। মনে হয় যেন এ-ধরণের ঘটনা আমার ভাগ্যে ঘটলেও ঘটতে পারতো। রূপতরাসী খণ্ডে আমরা

'হাঁ-উ, মা-উ, কাঁ-উ শুনি রাক্ষসেরি পুর
না জানি সে কোন দেশে—না জানি কোন সুর!'

কিন্তু তা বিশেষ জানবার প্রয়োজন হয় না। নিজের অজ্ঞাতে কখন লাল-কমল, নীলকমলের সাথে ক্ষোকসদের আক্রমণভয়ে মন্দিরে প্রহরারত অবস্থায়, কখনো বা তালিমকুমারের সাথে কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড়, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে পার হ'য়ে চ'লে গিয়েছি রাক্ষসদের মধ্যে। রাক্ষসে যে অনিষ্ট করতে পারে সে আশঙ্কা মনেও জাগে না। কেননা, মরণভোমরা, রাক্ষসদের জীবন, ত' হাতেই। তালপত্র খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেলতে বা দেরি।

চ্যাং-ব্যাং-এর গল্পগুলা কৌতুকমূলক। কিন্তু তার আকর্ষণ তাই ব'লে কম নয়। যে শিয়াল পণ্ডিতের বেশুন খেতে গিয়ে নাকে কাঁটা বিঁধল, কাঁটা বার ক'রতে গিয়ে সে নাকের বদলে নরুণ পেলায় ছড়া কেটে আনন্দে নৃত্য করতে গিয়ে তালগাছ থেকে প'ড়ে প্রাণ হারাল, তার বোকামির জন্য যেমন দুঃখ ও অনুকম্পা জাগে সেই-ই যখন আবার দুষ্ট কুমীরকে 'হাঃ। কুমীর মশাই এত বোকা, কোথায় আমার ঠ্যাং, কোথায় বা লাঠি। ধরুন ধরুন, লাঠিটা ছাড়িয়া ঠ্যাংটাই ধরিতেন!' ব'লে ঠকিয়ে চ'লে যায় তখন আনন্দ ও মজা কম লাগে না।

পরিশেষে 'আম-সন্দেশ' এ 'আমার কথাটি ফুরাল' দিয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তির পরও আনন্দানুভূতির যে একটা উপাদেয় রেশ মনে থেকে যায় তা এই গ্রন্থের সাহিত্য রসের সার্থকতার পরিচায়ক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংবাদ

সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

পরিষদের সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে ৬ই মে রবিবার (১৯৫০) তারিখে আলিপুর বেলভেডিয়ার ভবনে জাতীয় গ্রন্থাগারে (National Library) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। সভায় একাত্তর জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এবং ২১শে মে (১৯৫০) তারিখের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইলে পরিষদের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত ১৯৫০ সনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। চার্টার্ড একাউন্টট্যান্ট মেসার্স হর্জ্জগেড ব্যাণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক পরীক্ষিত পরিষদের ১৯৫০ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথারীতি উপস্থাপিত হইয়া গৃহীত হয়। (বার্ষিক কার্য্য বিবরণী ও পরীক্ষিত হিসাব অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

অতঃপর ১৯৫১ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ও সভ্যগণকে লইয়া কাউন্সিল গঠিত হয় :

সভাপতি—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, সহকারী সভাপতি—শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এবং শ্রী বি, এস, কেশবন, সম্পাদক—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, সহযোগী সম্পাদক—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী ; গ্রন্থাগারিক—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যক্তিগত সভ্যগণ—শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ, শ্রীপরিমলচন্দ্র আচার্য্য শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত, শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণীভূষণ রায়, শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরথকুমার প্রামাণিক, শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠান সভ্য (কলিকাতা)—চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী (শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত), আশুতোষ কলেজ লাইব্রেরী (শ্রীঅপূর্ব্বরতন দত্ত), মহম্মদ রাসেক মেমোরিয়াল লাইব্রেরী (শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী) সুধারঞ্জন রীডিং ক্লাব (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস)—(হাওড়া সহর) ব্যাটড়া পাবলিক লাইব্রেরী (শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়), জেলা হইতে প্রতিষ্ঠান সভ্য—২৪ পরগণা—যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, হুগলী—বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া—মুকুল সঙ্ঘ পাঠাগার, উলুবেড়িয়া, বর্দ্ধমান—জামাগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, মেদিনীপুর—তাম্রলিপ্ত মহকুমা গ্রন্থাগার সংঘ—তমলুক, বাঁকুড়া—পাত্রসায়র সমুদয় নেতাজী লাইব্রেরী, বীরভূম—বোলপুর সাধারণ পাঠাগার, নদীয়া—নবদ্বীপ সপ্তম এডওয়ার্ড ন্যাশনাল্যান্‌সক্রীট লাইব্রেরী, মালদহ—বি, আর, সেন পাবলিক লাইব্রেরী, পশ্চিম দিনাজপুর—হিলি কুমুদনাথ লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি—

আলিপুর দুয়ার এডওয়ার্ড লাইব্রেরী। সভায় চন্দননগর, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলা হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হয় নাই। পরে ঐ সকল স্থানের প্রতিনিধি-স্থান পূরণ করিতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য মেসার্স অর্জ্জ রীড্ এণ্ড কোম্পানীকে হিসাব পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করা হয়।

১৯০১ সনের কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন

গত ২০শে মে (রবিবার) অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নব নির্ব্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাতাশ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় শ্রীফণীভূষণ রায়, শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত স্থায়ী শাখা-সমিতিগুলি (Standing Committee) গঠিত হইয়াছে এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে প্রত্যেক শাখা সমিতিতে পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সমিতি—শ্রী বি, এস, কেশবন, ওয়াই, এম, মুলে, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলচন্দ্র বসু, প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব্বকুমার চন্দ, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, সরসীকুমার সরস্বতী, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক)।

গ্রন্থ-নির্ব্বাচন সমিতি—শ্রীহিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মৈত্র, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল আচার্য্য, প্রমীলচন্দ্র বসু, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক)।

প্রকাশন সমিতি (Publication Committee)—শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি দত্ত, হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, রাধাকান্ত চন্দ্র, সুরেশচন্দ্র দাস এবং মনোজ নিয়োগী (আহ্বায়ক)।

সংগঠন সমিতি—শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কুমুদরঞ্জন সিংহ, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানরঞ্জন রায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ রায়, রাধাকৃষ্ণ বারি, বংশীধর মাইতি, বিভূতিভূষণ দত্ত, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মৈত্র (আহ্বায়ক)।

ইহাও স্থির হয় যে আবশ্যক বোধ করিলে প্রত্যেক সমিতি অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত করিয়া নিজ সভ্য সংখ্যা বাড়াইতে পারিবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী—১৯৫০

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে উহা উঠিয়া যায়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয় এবং ইহা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যথারীতি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন মতে রেজিষ্ট্রী হয়।

১৯১৯ এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সভ্য সংখ্যা এইরূপ—

	সাধারণ	প্রতিষ্ঠান	আজীবন	মোট
১৯৫০	১৩৭	৩২৭	১৭	৪৮১
১৯৪৯	১১৬	২৯৯	১৩	৪২৮

অনেক সভ্য চাঁদা বাকী ফেলিয়াছেন। গ্রন্থাগার, কলেজ ও স্কুলসমূহ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের এই পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্তি দ্বারা যাহাতে দেশের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার-আন্দোলন বৃদ্ধি পায় তদ্বিষয়ে সকলের সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পরিষদের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের হিসাব এইরূপ—

বৎসর	আয়	ব্যয়		হস্তে
৩।১০।৩৩ হইতে ৯।৮।৩৫	১৭৩৲	১১০৸৶৯		৬১৲৩
১৯৩৫	১৭৫৲	১২৩৪৶০	+	৫১।৶০
১।১।৩৬ হইতে ১৪।১।৩৭	২৪৪।০	২৩৫।৶০	+	১২৸৶০
১৬।১।৩৭ হইতে ৩১।১২।৩৭	৬১১৪০	৫৫৮৲	+	৫৩৶৯
১৯৩৮	৮৬৫৶৪	৭৬০৪৶৯	+	১০৪৷৶১
১৯৩৯	৯৮৩৶২	৮২৯৸৶০	+	১৪৩৶২
১৯৪০	৯৯৯৲৬	৫৩৯৸৯	+	৩৲৯৶৯
১৯৪১	১০৬৯১৶৪	১৩২৬৷৶৩	+	৪৩৷৶১
১৯৪২	৩৬৮৷৶৫	১০৫৪৷০	—	৬৬৭৸৶৭
১৯৪৩	৮১১৪৶০	৫৮৮৸৶৯	+	২৮২৸৩
১৯৪৪	৭৫৫৲৪	৬০২৲৬	+	১৫২৪৶১০
১৯৪৫	৭১৪৸৶৮	৫০১৶৯	+	২১৩৪৶১১

১৯৪৬	৬৬১৶০	৫০০৸৶০	+	১৬২ ·০
১৯৪৭	৫৯০৸৶৯	৭৫৷৸৶৬	—	১৬২৲৯
১৯৪৮	৭১৬৷৶৬	৩৮৫৷৶৯	+	৩৩১৲৯
১৯৪৯	১৩৮৩৸৶০	৯২৪৸৶০	+	৪৫৯৲
১৯৫০	১১২১৶৶০	১১৮২৮৶৯	+	৩৮৷৶৩

অধিবেশন—গত ১৪ই এবং ২১শে মে (১৯৫০) তারিখে পরিষদের বার্ষিক সভায় অধিবেশন হয়। উহাতে পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয় ও নূতন কাউন্সিল গঠিত হয়। আলোচ্য বৎসরে কাউন্সিলের চারিটি এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ১৪টি অধিবেশন হয়। কাউন্সিল কর্ত্তৃক যে সকল স্থায়ী শাখা-সমিতি গঠিত হয় তাহার মধ্যে একমাত্র গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সমিতি ব্যতীত অপর কোন শাখার বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা—আলোচ্য বৎসরে পরিষদের ত্রয়োদশ গ্রীষ্মাবকাশ শিক্ষাব্যবস্থার ক্লাস (১০ই মে হইতে জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৩ সন হইতেই বিনাপারিশ্রমিকে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও পরিষদের অন্যান্য কর্ম্মীগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত এই শিক্ষা পরিচালনা করিতেছেন। আলোচ্য বৎসরে মোট একুশটি ছাত্র এই ক্লাসে ভর্ত্তি হয় এবং দশটি ছাত্র শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়।

পরিষদ গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ইহার কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতেছে। তবে ইহার আরও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। একটী সংলগ্ন পাঠাগারের ব্যবস্থা খুবই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কার্য্যালয়—পরিষদের জন্য একটী পৃথক কার্য্যালয়ের ব্যবস্থা খুবই দরকার। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না। ক্রমেই কাজ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেশে বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনও বাড়িয়া চলিবে। এই বিষয়ে সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। সরকারের অর্থানুকূল্য লাভ করিলেই পরিষদের কার্য্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও ব্যাপক হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থাগার-কোষ (ডাইরেক্টরী)—আট বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যুক্তবঙ্গের একখানি গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে দেশ বিভক্ত হওয়ার দরুন ও নূতন পরিস্থিতির জন্য ইহার পুনঃ প্রকাশ খুবই আবশ্যক। এই বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং সরকার, জেলাপরিষৎ, মিউনিসিপালিটী ও গ্রন্থাগারসমূহের নিকট হইতে সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে।

লাইব্রেরী বুলেটীন—বাংলা ভাষায় "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০" এবং ইংরেজী ভাষায় "বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন বুলেটীন, ভলুম আট, ১৯৫০" আলোচ্য বৎসরে ছাপার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী—গ্রন্থনির্বাচন শাখা সমিতির কয়েকটী অধিবেশন হইলেও গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুতকার্য্যে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যাহাতে ইহা শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫০) বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-অধিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ এবং সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ঐ সঙ্গে "গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বর্দ্ধন" বিষয়ে একটী মনোজ্ঞ আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আলোচনায় যোগদান করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের নানা জেলা হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন এবং সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার কর্ম্মীগণের পরস্পর পরিচয়, সৌহার্দ্দ্য ও ভাববিনিময়ের সুযোগ ঘটে। এই সম্মেলন উপলক্ষে একটী পুস্তক প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল।

সরকারী সাহায্য—গত কয়েক বৎসর সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই। আগামী বৎসর বঙ্গীয় সরকার সহানুভূতির সহিত বিষয়টি বিবেচনা করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ধন্যবাদ—পরিষদের কর্ম্মীগণের চেষ্টাতেই ইহার কার্য্য যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। কার্য্যালয় পরিচালনে সহায়তার জন্য শ্রীযুক্ত অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

বিনা পারিশ্রমিকে মেসার্স জর্জ্জ বীড্ য়্যাণ্ড কোম্পানী বৎসরের পর বৎসর আমাদের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিতেছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের গৃহ আবশ্যকমত পরিষদকে ব্যবহার করিতে দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ইংরেজী ১৯৫০ সনের পরীক্ষিত হিসাব এই সঙ্গে আপনাদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিলাম। *

---

* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত কর্ত্তৃক গত ১৩ই মে ১৯৫০, ন্যাশনাল লাইব্রেরী কক্ষে আলিপুর জেলুজেডিয়ার ভবনে, পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ও সভাকর্ত্তৃক গৃহীত।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ইংরেজী ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়			ব্যয়		
গত বৎসর হইতে আগত			মাহিনা		১৭০৲
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ		১১১৫৸৶০	সভা ও সম্মেলন		২১৮৶৬
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ (ইন্ লিকুইডেসন)		৩১১৷৩	ছাপা ও দপ্তর সংজাম		৪৮৷৶০
হস্তে	৬১৶১		ডাক খরচ		১৫৩৶৩
		১৫৪৮৷৬	গ্রন্থাগারিক শিক্ষা		৮৩৸৶৩
চাঁদা আদায়			ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের চাঁদা		১০৲
সাধারণ সভ্য	৬৬৫৲		মুদ্রণ ব্যয়		২৮৫৶০
আজীবন সভ্য	১২৫৲		গ্রন্থ ক্রয়		১৩৪৷৶৯
		৬১০৲	অন্যান্য ব্যয়		১৬৷০
					১১৮৪৷৶৯
গ্রন্থাগারিক শিক্ষার দক্ষিণা		৪৯০৲	**উদ্বৃত্ত—**		
পুস্তক বিক্রয়		১৩৷০	কঃ বিঃ সঃ ঋণদান সমিতি	১২৫৫৶০	
সম্মেলনে প্রতিনিধির চাঁদা		৬৲	নাথ ব্যাঙ্ক		
ব্যাঙ্কের সুদ আদায়		২২৶০	(ইন্ লিকুইডেসন) ৩১১৷৩		
			হস্তে	৭০৪৶৬	
					১৪৮৩৸৶৯
মোট		২১৬৯৪৶৬	মোট		২১৬৯৪৶৬

এণ্ডিনিউ হাউস্,
চৌরঙ্গী স্কোয়ার,
কলিকাতা
৪ঠা মে, ১৯৫১

পরীক্ষান্তে হিসাব নিভুর্ল প্রতিপন্ন হইল।
জর্জ্জ বীড্ র‍্যাণ্ড কোম্পানী
চার্টার্ড একাউন্ট্যাণ্ট
হিসাব পরীক্ষক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

(১)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সমগ্র বাংলা দেশের সকল গ্রন্থাগারের একটি তালিকা (Directory) প্রণীত হইতেছে। সকল গ্রন্থাগারকে ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তাহাদের কর্মকর্তার নাম, পুস্তক সংখ্যা (বিষয় অনুযায়ী), বাৎসরিক আয় ব্যয়, পাঠক সংখ্যা, খোলার সময়, গ্রন্থাগারিক, (শিক্ষা, বেতন, কাজের ঘণ্টা) প্রভৃতির পূর্ণ বিবরণী সত্বর পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(২)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের একটি তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। বাংলা দেশে কাজ করিতেছেন এরূপ সকল গ্রন্থাগারিক, ও বাংলার বাহিরে কার্যরত বাঙালী গ্রন্থাগারিকদের নাম ঠিকানা, কার্যস্থল ও বৃত্তি বিবরণী ইহাতে থাকিবে। সংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থাগারিকদের উপরোক্ত বিষয়গুলি সত্বর পরিষদের সম্পাদককে জানাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

কর্মখালি

কলিকাতার একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সুযোগ এবং বর্তমানে মাসিক ২৫৲ মাগ্‌গীভাতা সহ ৫০৲—৫৲—৯০৲ টাকার গ্রেডে একজন অন্যূনপক্ষে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং গ্রন্থাগারিক বিদ্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রন্থাগারিক আবশ্যক। নির্বাচিত প্রার্থীকে ছয় মাস কার্য করিবার পর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইবে এবং তাঁহাকে জামিন হিসাবে নগদে অথবা পি, পি, নোটে ২০০৲ টাকা জমা রাখিতে হইবে। 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের নামে আবেদনপত্র পাঠাইলে উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের
পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত মূল্য ৩৲

কা জী আ ব দু ল ও দু দে র

কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় **সরোজকুমার রায়চৌধুরী**

স্বর্গাদপি গরীয়সী তিন খণ্ডে (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৫ম সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

সমর্পণ ১৷৷০, ভুলের ফসল ২৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲, দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রেণু মিত্র এম.এ

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০ রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲

ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — **সুবার শিশু গ্রন্থমালা** —

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ বসন্তের রাণী ৷৷০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স • লিমিটেড • ১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট • কলিকাতা •

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

স্বর্গগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীঅমরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ,-বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

—স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা

—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. ... .The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৩, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীপ্রবীরকুমার বসু সম্পাদিত ও শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল এম-এ, কর্ত্তৃক জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, (অধিবাস প্রেস) ১১৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত